চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-8

ছোটদের
মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য

আমির জামান
নাজমা জামান

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
৩য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৮
প্রশ্ন পর্ব সহযোগিতায়	জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা)
ভাষা সহযোগিতায়	প্রমি, রজিত, তন্নী
প্রচ্ছদ সহযোগিতায়	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ কবির পাবলিশার্স চট্টগ্রাম ০১৬১৩০৬১৬৫৩
মূল্য	প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price) ১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price)

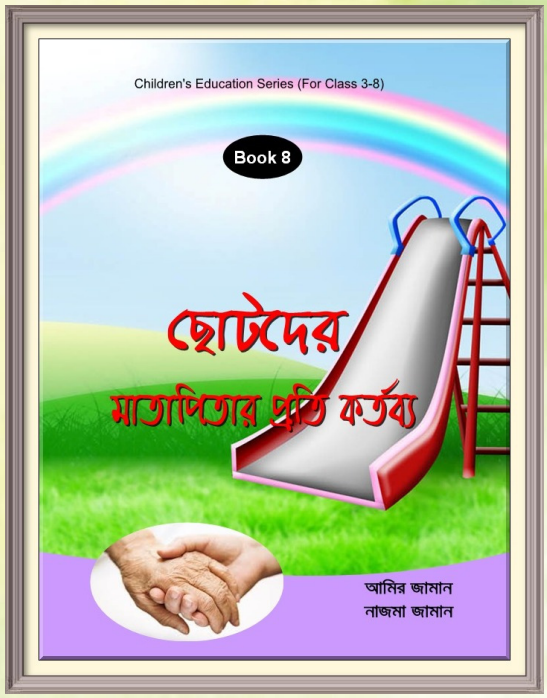

অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ -এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কার্টুন-এর ভিডিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ -এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

সূচীপত্র

মা-বাবার জন্য দু'আ	৫
পিতা-মাতার সাথে ভাল আচরণ করা	৬
আল্লাহর পর সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো পিতা-মাতার	৮
সন্তানের উপর মাতার অধিকার পিতার থেকে বেশী	১০
পুত্র ও তার উপার্জন তার পিতারই জন্য	১০
সাহাবীদের (রা.) জীবনের ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ	১২
মা দিবস ও বাবা দিবস	১২
সন্তান প্রতিপালনে সূরা লুকমানে উপদেশাবলী	১৩
সূরা লুকমানের আয়াত থেকে শিক্ষা	১৮
পিতা-মাতার গুরুত্ব	২১
ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করা	২২
ঈদে নতুন জামা-জুতা কি নিতেই হবে?	২৩
পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর সন্তানের করণীয়	২৪
মাতাপিতার ইন্তিকালের পর কি করা উচিত নয়	২৬
পিতা-মাতার অবাধ্যতা জঘন্যতম পাপ (গুনাহ)	২৬
পিতা-মাতার দু'আ কবুল হয়	২৯
পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার	৩০
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা	৩০

মা–বাবার জন্য দু'আ

নিম্মের এই দু'আ দুটি সকল ছেলেমেয়েরা অবশ্যই মুখস্ত করে নিবে। প্রত্যেক সলাতের শেষে মা-বাবার জন্য এই দু'আ করা উত্তম। এছাড়া অন্যান্য সময়ও এই দু'আ মা-বাবার জন্য করতে হবে। দু'আর করার জন্য তার বাংলা অর্থ মনের মধ্যে থাকলে দু'আর মধ্যে আন্তরিকতা আসে।

رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

রব্বির হামহুমা- কামা- রব্বাইয়া-নী সগীরা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমাকে ছোট কালে লালন-পালন করেছেন। *(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)*

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

রব্বানাগ্‌ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইইয়া ওয়ালিলমু'মিনী-না ইয়াওমা ইয়াক্বু-মুল হিসা-ব।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন মুসলিমকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা কর। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪১)

পিতা-মাতার সাথে ভাল আচরণ করা

মহান আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বলেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। এবং পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

"আল্লাহ আমাকে মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর তিনি আমাকে অত্যাচারী ও হতভাগা করেননি।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৩২)

এক ঃ আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো নিয়ামত হলো পিতা-মাতা; মানুষের জন্মগ্রহণ ও লালন-পালনে আল্লাহর পরেই পিতা-মাতার বড় অবদান। তুমি তাঁদের ইহসানের (উত্তম কাজের) স্বীকৃতি জানালে অর্থাৎ আল্লাহর ইহসানের স্বীকৃতি জানালে। আর তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে। (সূরা লুকমান আয়াত ১৪ এর সারমর্ম)

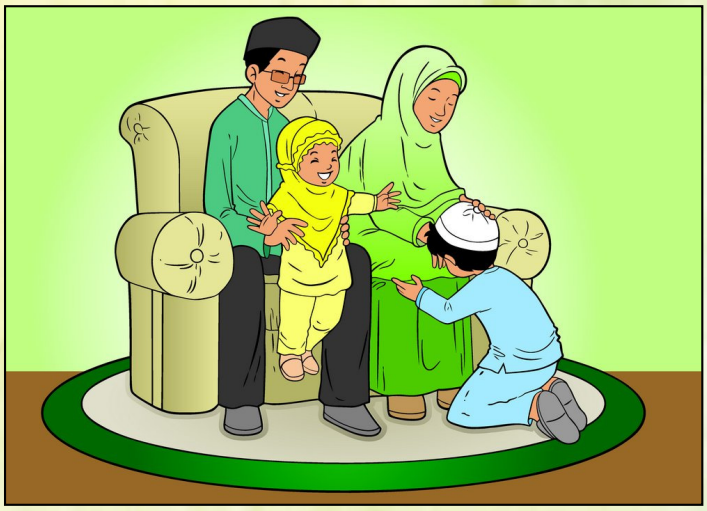

দুই ঃ পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখলে আল্লাহও তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। তোমার কোনো অবহেলা বা আদেশ-নির্দেশ অমান্য করার কারণে তাঁরা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযীর বর্ণনার সারমর্ম)

তিন ঃ পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ ও তাঁদের খিদমত করা, যুদ্ধ করার সমতুল্য বরং কোনো কোনো সময় তার থেকেও বড় কাজ। তুমি তাঁদের খিদমতে নিয়োজিত থাকলে একজন মুজাহিদের ন্যায় তুমিও দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারীদের দলে গণ্য হবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনার সারমর্ম)

চার ঃ পিতা-মাতার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাঠি। পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। (মুসনাদে আহমাদের বর্ণনার সারমর্ম)

পাঁচ ঃ যাকে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন তাকে আসলে জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে এ সুযোগ কাজে লাগাবে তাকে আল্লাহ জান্নাত দেবেন। আর যে এ সুযোগ গ্রহণ করবে না সে কষ্ট পাবে। (সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদের বর্ণনার সারমর্ম)

ছয় ঃ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা, হাজ্জ ও উমরাহ করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কেউ যদি পিতা-মাতার খিদমত করতে থাকে আল্লাহ তাকে হাজ্জ ও উমরাহকারীর সমতুল্য সওয়াব দেবেন। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানীর বর্ণনার সারমর্ম)

সাত ঃ তুমি তোমার পিতা-মাতার আদব ও সম্মান করলে ভবিষ্যতে তোমার সন্তানও তোমাকে সম্মান করবে। তুমি তোমার পিতা-মাতার ভালো করলে আল্লাহ তা'আলাও তোমার সন্তানদেরকেও সে শিক্ষাই দেবেন। (তাবারানীর বর্ণনার সারমর্ম)

আট ঃ পিতা-মাতার খিদমতে সমস্ত মুসিবত ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। পিতা-মাতার দু'আ লাভ করা যায়। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনার সারমর্ম)

নয় ঃ পিতা-মাতার আনুগত্য, আদব ও সম্মান প্রদর্শন হতে কখনও দূরে থাকবে না। এতে হায়াতে বরকত এবং রুজি-রোজগারের পথ প্রশস্ত হবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনার সারমর্ম)

দশ ঃ তাই আমাদেরকে অবশ্যই এটা বুঝাতে হবে যে পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং তাদের জন্য দু'আ করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৩-২৪-এর সারমর্ম)

আল্লাহর পর সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো পিতা-মাতার

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

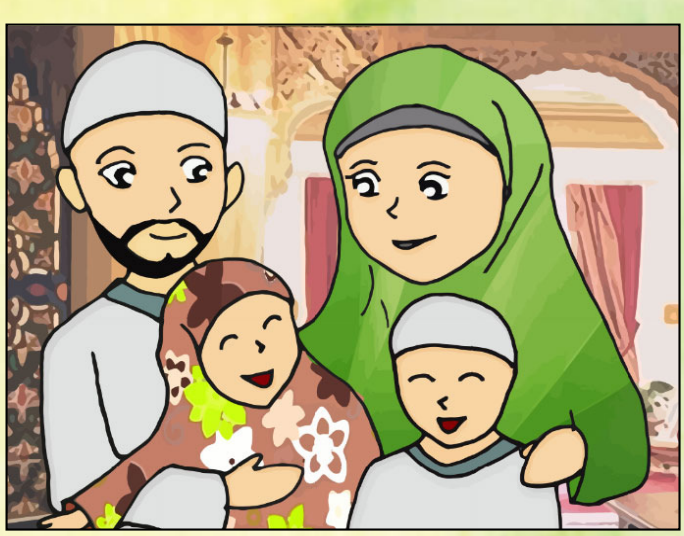

"এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ্! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা গালি দিয়ে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বল এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাক এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দু'আ করতে থাক যেমন, হে আল্লাহ! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম কর। যেমন শিশুকালে (আমার সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

প্রথমত ঃ মু'মিনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো তার পিতা-মাতার। কুরআনে রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অতঃপর এ নির্দেশ একই ধরণের বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয় এবং বয়সের কারণে এমন সব কথাও তাঁদের দিক থেকে আসা শুরু হয় যা কখনো কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত। মুসলিমদের উচিত, এ বার্ধক্যের বয়সে পিতা-মাতার রুক্ষ মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের প্রতিটি কথা খুশীর সাথে সহ্য করা এবং তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার জবাব না দেয়া।

তৃতীয়ত ঃ পিতা-মাতার মান-মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাঁদের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল করতে হবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে যখন দৈহিক-মানসিক শক্তি কমে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ পিতা-মাতার মান-সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের গুরুত্ব

প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের কথা বলে থাকেন। হাসিমুখে তাঁদের সেইসব কথা সইতে হবে এবং কোনো সময় বিরক্ত হয়ে এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

চতুর্থত ঃ আচার-আচরণে তাঁদের সাথে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে হবে। তাঁদের সব নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তা পালন করে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। বার্ধক্যে পিতা-মাতা যখন সন্তানের সব ধরণের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন তখন এক অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁদের খিদমত করে যাওয়া অত্যাবশ্যক।

পঞ্চমত ঃ পিতা-মাতাকে অসহায় ও দুর্বল বয়সে পেয়ে নিজের শৈশবের সেই সময়ের কথা স্মরণ করা দরকার, যখন শিশু অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় থাকে। তখন পিতা-মাতা কত স্নেহ ভালবাসা এবং মনোযোগ দিয়ে শত ধরণের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শিশুর লালন-পালন করেন।

পিতা-মাতার অধিকার আদায় করা ও না করার পরিণাম

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। (তিরমিযী)

আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! সন্তানের ওপর পিতা-মাতার কি অধিকার আছে? তিনি বলেন ঃ তাঁরা উভয়ে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনু মাজাহ)

সন্তানের উপর মাতার অধিকার পিতার থেকে বেশী

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো,

হে আল্লাহর রসূল! আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশী দাবীদার কে?

তিনি বললেন, তোমার মা ।

সে জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে?

তিনি বললেন, তোমার মা ।

সে জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে?

তিনি বললেন, তোমার মা ।

সে বললো, অতঃপর কে?

তিনি বললেন, তোমার পিতা ।

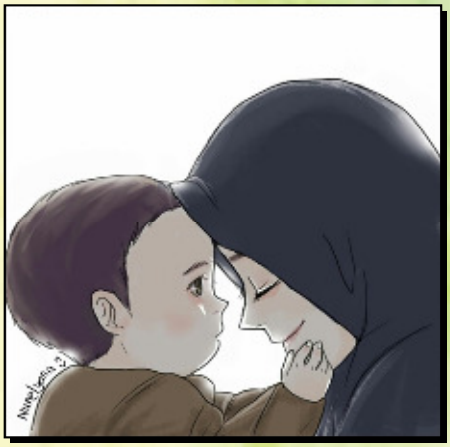

পুত্র ও তার উপার্জন তার পিতারই জন্য

এক ব্যক্তি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমার সম্পদ ও সন্তানাদি আছে, আর আমার পিতা আমার সম্পদ বিনষ্ট (খরচ) করতে চায় । রসূলূল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ (সবই) তোমার পিতার । (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ইবনু আবী শায়বাহ মায়ায ইবনু জাবাল (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সন্তানের উপর পিতা-মাতার কী অধিকার? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমার সমস্ত ধন সম্পদ যদি তাদেরকে দিয়েও দাও তবুও তাদের হক আদায় করতে পারবে না ।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) পিতা-মাতার সাথে আচরণ কেমন হওয়া উচিত?
খ) আল্লাহর পর সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় অধিকার কার তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
গ) সন্তানের উপর কার অধিকার সবচেয়ে বেশী এ সম্পর্কে লিখ?
ঘ) মা-বাবার জন্য কি দু'আ করতে হবে?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) মানুষের জন্মগত ও লালন-পালনে আল্লাহর পরই কার অবদান?
i) চাচা-চাচীর ii) মামা-মামীর iii) পিতা-মাতার iv) দাদা-দাদীর
খ) সন্তানের উপর কার অধিকার সবচেয়ে বেশী?
i) মাতার ii) পিতার iii) i ও ii উভয়ই iv) কোনটাই না।
গ) পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের সাথে কিভাবে কথা বলা উচিত?
i) ধমকের সুরে ii) হাসিমুখে iii) সম্মানের সাথে iv) i ও ii উভয়ই

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) আল্লাহর নিয়ামত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো _____।
খ) পিতা-মাতার সন্তুষ্টি জান্নাতের _____।
গ) আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা, হাজ্জ ও উমরাহ করা গুরুত্বপূর্ণ _____।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখলে আল্লাহও তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।
খ) নিজ পিতা-মাতাকে আদর ও সম্মান করলে ভবিষ্যতে তোমার সন্তানও তোমাকে সম্মান করবে।
গ) রসূল ﷺ বলেছেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) কুরআন রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে,	ক) আল্লাহর কাছ থেকে সে জিম্মামুক্ত হয়ে গেল।
খ) আচার-আচরণে পিতা-মাতার সাথে বিনয় এবং	খ) পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো।
গ) যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ত্যাগ করে	গ) নরম স্বভাবের হতে হবে।

সাহাবীদের (রা.) জীবনের ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহন

একবার মারওয়ান (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে আবু হুরাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) কিছু দিনের জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছিলেন। সে সময় তিনি যুল হুলাইফায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর মাতা কিছু দূরে অন্য এক বাড়ীতে ছিলেন। যখনই তিনি বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনই প্রথমে এসে মাতার দরজায় দাঁড়াতেন এবং বলতেন, প্রিয় আম্মাজান! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

আম্মাজান ভেতর থেকে বলতেন, প্রিয় পুত্র! ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারকাতুহু। অতঃপর আবু হুরাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলতেন, আম্মাজান! শৈশবকালে যেমন আপনি স্নেহ ও মমতা দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন তেমনি যেন আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর রহম করেন। তিনি জবাবে বলতেন, প্রিয় পুত্র! এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার সাথে যে ধরণের সুন্দর আচরণ করেছ এবং আরাম দিয়েছ আল্লাহও যেন তোমার প্রতি সে ধরণের রহমত নাযিল করেন। অতঃপর তিনি যখন বাইরে থেকে আসতেন এবং ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তেমনিভাবে মাতাকে সালাম করতেন ও একই কথা বলতেন।

মা দিবস ও বাবা দিবস

আমরা ছোট থাকতেই যেন সতর্ক হই। আমরা যেন বাবা দিবস (Father's Day) এবং মা দিবস (Mother's Day)-তে অভ্যস্ত হয়ে না যাই, এই কালচার যেন আমাদের রক্তে প্রবেশ করতে না পারে। আমরা জানি পাশ্চাত্যে ছেলেমেয়েরা ১৮ বছর হলেই বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যায় এবং তারা পরবর্তী জীবনে একাকীই বড় হতে থাকে। একসময় বাবা-মার প্রতি তাদের আর টান থাকে না এবং তারা আর বাবা-মায়ের কোন দায়িত্বও পালন করে না। দায়িত্ব পালন করাতো দূরের কথা অনেক সময় বাবা-মা জানেই না ছেলেমেয়েরা কোন দেশে বা কোন শহরে থাকে! তাই এদেশের সমাজ দু'টি দিন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে বাবা-মাকে স্মরণ করার জন্যে। একদিন বাবার জন্যে এবং অন্য আর একটি দিন মায়ের জন্যে। বছরের এই দিনটি আসলে ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে স্মরণ করে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠায়, উপহার পাঠায়, ফুল পাঠায়, চকলেট পাঠায়। তারপর আবার একবছর কোন খোঁজ খবর রাখে না। কিন্তু ইসলাম তার বিপরীত। বাবা-মা'র সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাদের সন্তানদের উপর। সন্তানরা যদি এদায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তা হলে তাকে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামে বাবা দিবস এবং মা দিবস প্রতিদিনই অর্থাৎ বছরের ৩৬৫ দিনই।

সন্তান প্রতিপালনে
সূরা লুকমানে উপদেশাবলী

আল কুরআনে সূরা লুকমানে লুকমান তার ছেলেকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হল। কারণ লুকমান তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা এতই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষের জন্য তিলাওয়াতের উপযোগী করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আদর্শ করে রেখেছেন। লুকমান কোন নাবী বা রসূল ছিলেন না, তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করতেন এবং তাঁর সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতেন তাই মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। লুকমান তাঁর ছেলেকে যে উপদেশগুলো দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে বলেছেন ঃ

প্রথম উপদেশ

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হল বড় ধরনের যুলুম।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৩)

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমে তিনি তার ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন সন্তানকে তা অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হল যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি। তাই তিনি তার ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করা হতে বেঁচে থাক। যেমন, মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা পীর-আউলিয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি হলো শিরক। এছাড়াও এ ধরণের আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রসূল ﷺ বলেন, "দু'আ হল ইবাদত"। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির নিকট দু'আ করার অর্থ হল, সৃষ্টির ইবাদত করা, যা শিরক।

দ্বিতীয় উপদেশ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে [সদাচরণের] নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৪)

তিনি তার ছেলেকে কেবল আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেননি, সাথেসাথে তিনি পিতা-মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করারও উপদেশ দেন। কারণ পিতা-মাতার অধিকার সন্তানের উপর অনেক বেশি। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধপান ও ছোটবেলা লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করেছেন। তারপর তার পিতাও লালন-পালনের ব্যয়ভার, লেখাপড়া ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করেছেন এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাই তারা উভয়েই সন্তানের পক্ষ হতে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও খিদমত পাওয়ার অধিকার রাখেন।

তৃতীয় উপদেশ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না। এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৫)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'যদি তারা উভয়ে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে তাদের দ্বীনের (ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীনে) আনুগত্য করতে বাধ্য করে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। তারা যদি (ইসলাম) দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে কোন প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের দ্বীন কবুল না করলে তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে। আর মু'মিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।'

চতুর্থ উপদেশ

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

"হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা [পাপ-পুণ্য] যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, এবং তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৬)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, অন্যায় বা অপরাধ যতই ছোট হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে (দাঁড়িপাল্লায়) ওজন দেয়া হবে। যদি তা ভালো হয়, তাহলে তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দেয়া হবে।

পঞ্চম উপদেশ

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

"হে আমার প্রিয়! বৎস সলাত কায়েম কর।"
(সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৭)

তুমি সলাতকে তার ওয়াজিবসমূহ ও রোকনসমূহসহ যথাযথভাবে আদায় কর।

ষষ্ঠ উপদেশ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ কর।” (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৭)

বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদের সাথে কোন প্রকার কঠোরতা প্রদর্শন করো না ।

সপ্তম উপদেশ

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“যে বিপদই আসুক তাতে সবর কর। এ কথাগুলোর জন্য বড়ই তাকীদ করা হয়েছে।” (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৭)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে । যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তখন তোমার করণীয় হল, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ।

অষ্টম উপদেশ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

“আর তুমি অহংকারবশে মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।” (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৮)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, ‘যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার সাথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের উপর অহংকার করে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে না। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলবে। তাদের জন্য উদার হতে হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে ।’

নবম উপদেশ

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

"অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাঁটা-চলা করবে না।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ১৮)

কারণ এ ধরণের কাজের কারণে আল্লাহ কাউকে পছন্দ করেন না। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না।

দশম উপদেশ

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

"আর তোমার চলার ক্ষেত্রে (সংযতভাব) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৯)

খুব স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটা যাবে না আবার একেবারে ধীর গতিতেও না। মধ্যম পন্থায় চলাচল করতে হবে অর্থাৎ নমনীয় হয়ে হাঁটা-চলা করা অভ্যেস করতে হবে। চলাচলে যেন কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়।

একাদশ উপদেশ

وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"তোমার আওয়াজ নিচু কর।" আর কথায় কথায় কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।"(সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৯)*

নরম সুরে কথা বলা। লুকমান হাকীম তার ছেলেকে নরম সুরে কথা বলতে আদেশ দেন। আল্লামা মুজাহিদ বলেন, 'সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ। অর্থাৎ, মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরণের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা প্রমাণ করে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম।

সূরা লুকমানের আয়াত থেকে শিক্ষা

১. আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে সব কাজ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়, পিতা তার ছেলেকে সে বিষয়ে উপদেশ দেবে।

২. উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাওহীদের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে এবং শিরক থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেবে। কারণ, শিরক হল এমন এক যুলুম বা অন্যায় যা মানুষের যাবতীয় সৎ আমলকে নষ্ট করে দেয়।

৩. প্রত্যেক ঈমানদারের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হল পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায় করা। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার না করা এবং তাদের উভয়ের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা।

৪. আল্লাহর নাফরমানি হয় না, এমন কোন নির্দেশ যদি পিতা-মাতা দিয়ে থাকে, তখন সন্তানের উপর তাদের নির্দেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যদি আল্লাহর নাফরমানি হয়, তবে তা পালন করা ওয়াজিব নয়।

৫. প্রত্যেক ঈমানদারের উপর কর্তব্য হল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মু'মিন-মুসলিমদের পথের অনুকরণ করা, আর অমুসলিম ও বিদ'আতিদের পথ পরিহার করা।

৬. প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে কোন নেক কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না এবং কোন খারাপ কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকেও ছোট মনে করা যাবে না এবং তা পরিহার করতে কোন প্রকার অবহেলা করা চলবে না।

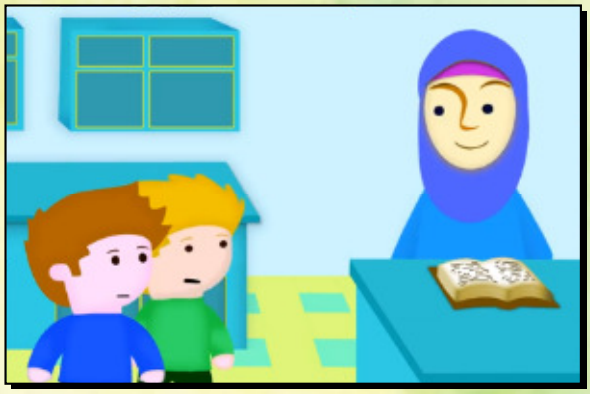

৭. সলাতের যাবতীয় আরকান ও ওয়াজিবগুলিসহ সলাত কায়েম করা প্রত্যেক মু'মিনের উপর ওয়াজিব; সলাতে কোন প্রকার অবহেলা না করে, সলাতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া এবং খুশুর সাথে সলাত আদায় করা ওয়াজিব।

৮. সর্বদা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে সঠিকভাবে না জেনে এ কাজ করলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। আর মনে রাখতে হবে যে এ দায়িত্ব পালনে যথাসম্ভব নমনীয়তা প্রদর্শন করতে হবে কঠোরতা পরিহার করতে হবে।

৯. মনে রাখতে হবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বারণকারীকে অবশ্যই-অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্যের কোন বিকল্প নেই। ধৈর্যধারণ করা হল একটি মহৎ কাজ। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

১০. হাঁটা চলায় গর্ব ও অহংকার পরিহার করা। কারণ অহংকার করা সম্পূর্ণ হারাম। যারা অহংকার ও বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।

১১. হাঁটার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাঁটতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটা ঠিক নয় এবং একেবারে ধীর গতিতেও হাঁটা ঠিক নয়।

১২. প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ অধিক উচ্চ আওয়াজ বা চিৎকার করা হল গাধার স্বভাব। আর দুনিয়াতে গাধার আওয়াজ হল সর্ব নিকৃষ্ট আওয়াজ।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) সাহাবীদের (রা) জীবনের ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষাগ্রহণ করে থাকি তা আলোচনা কর?
খ) Father's Day , Mother's Day পালন সম্পর্কে লিখ ।
গ) সন্তান প্রতিপালনে সূরা লুকমানে যে উপদেশাবলি দিয়েছেন তা থেকে আমরা কী শিক্ষাগ্রহণ করে থাকি তা লিখ?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) ইসলামে Father's Day এবং Mother's Day কয় দিন পালন হয়?
i) ১ দিন ii) ২ দিন iii) ১ মাস iv) ৩৬৫ দিন
খ) মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা বা সাহায্য চাওয়া কী?
i) সুন্নাত ii) ওয়াজিব i) শিরক i) নফল
গ) উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে কীসের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে?
i) রিসালাত ii) ইবাদত iii) আকীদা iv) তাওহীদ
ঘ) সলাতের যাবতীয় আরকান ও ওয়াজিবগুলিসহ সলাত কায়েম করা প্রত্যেক মু'মিনের উপর কী?
i) সুন্নাত ii) নফল iii) ওয়াজিব iv) কোনটাই না

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) পিতা-মাতার সমস্ত দায় তাদের _____ উপর ।
খ) রসূল ﷺ বলেন দু'আ হল _____ ।
গ) লুকমান হাকীম তার ছেলেকে নরম সুরে কথা বলতে _____ দেন ।
ঘ) প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় _____ ভয় করতে হবে ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) যারা অহংকার ও বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন ।
খ) অহংকার করা সম্পূর্ণ হালাল ।
গ) সর্বদা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে ।
ঘ) আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন না ।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) বিনম্র ভাষায় দাওয়াত দাও যাদের তুমি দাওয়াত দেবে	ক) তাদের সাথে কোন প্রকার কঠোরতা প্রদর্শন করো না ।
খ) যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে	খ) মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না ।
গ) নেক কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন	গ) তাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না ।

পিতা-মাতার গুরুত্ব

খুবই দুঃখজনক যে আজকাল অনেক ছেলেমেয়েরা তাদের মা-বাবার সাথে ভাল আচরণ করে না। তারা কথা ও কাজে মা-বাবাকে প্রায়ই কষ্ট দিয়ে থাকে। তাদের সংগে ধমক দিয়ে কথা বলে, উঁচু স্বরে কথা বলে, তাদের কথা অমান্য করে। বিশেষ করে বাবার চেয়ে মায়ের সাথে বেশী খারাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাবার চেয়ে মা বেশী সন্তানের আব্দার মিটিয়ে থাকে অথচ তাকেই বেশী কষ্ট দেয়া হয়। মা-বাবার মনে কষ্ট দিয়ে কোন সন্তানই জীবনে বড় হতে পারবে না, জীবনে প্রকৃত সফল হতে পারে না, আর আখিরাতে তো অবশ্যই না। আমরা নিম্নে কুরআন ও হাদীস থেকে আরো বিস্তারিত জানবো যে মা-বাবার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, না করলে আল্লাহ আমাদের কী শাস্তি দিবেন।

বাবার প্রতি রাগ না করা

আমাদের দেশে সাধারণত বেশীরভাগ পরিবারে বাবা-ই একমাত্র অর্থ উপার্জনকরী। তার একক আয় দিয়ে পুরো সংসার চলে। বাবা যদি সাধারণ চাকুরী করেন বা সাধারণ ব্যবসা করেন তাহলে সংসার চালাতে তাকে খুব হিমসিম খেতে হয়। বাজারে প্রতিটি জিনিসের এতো দাম! তিনি যে কত কষ্টে সংসার চালান তা তিনি আর আল্লাহই ভাল জানেন। সন্তানদের এই বিষয়টা বুঝতে হবে। স্বল্প আয়ের কারণে বাবা হয়তো সন্তানদের সব আবদার মিটাতে পারেন না, সন্তান যা চায় তা কিনে দিতে পারেন না। এজন্য বাবার প্রতি রাগ করা যাবে না, তার প্রতি খারাপ মন্তব্য করা যাবে না, তার প্রতি বিরক্ত হওয়া যাবে না। প্রতিটি বাবার-ই ইচ্ছে হয় সন্তানকে অনেক কিছু কিনে দিতে তার জন্য অনেক কিছু করতে কিন্তু বাস্তবতার চরম স্বীকার হয়ে তা করতে পারেন না। আমাদের সন্তানদের এই বিষয়টা বুঝতে হবে, অবুঝ হলে চলবে না।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো এই সমস্যায় ভুক্তভুগী। আল্লাহ তাদের সাহায্য করুন। তারপরও প্রতিটি বাবা তার সন্তানের লেখাপড়ার বিষয়ে খুবই সতর্ক এবং সন্তানের পড়াশোনার জন্য যা যা প্রয়োজন তা অতি কষ্টে হলেও কিনে দেন, স্কুল কলেজের

বেতন দেন, প্রাইভেট বা কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি চান এক বেলা কম খেয়ে হলেও সন্তানের যেন পড়ালেখায় কোন ক্ষতি না হয়। তাই প্রতিটি সন্তানের উচিত বাবার প্রতি সহানুভুতি দেখানো, তার কষ্টের মূল্য দেয়া, খুব ভালমতো পড়ালেখা করে ভাল রেজাল্ট করে তার মুখ উজ্জ্বল করা, জীবনে বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবা-মাকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করা, তাদের সখ-আহলাদ মিটানো, শেষ বয়সে তাদেরকে শান্তিতে রাখা।

ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করা

খুবই দুঃখজনক যে আজকাল অনেক ছেলেমেয়েরাই ঘরের কাজে মা-বাবাকে সাহায্য করে না। অনেক মেয়েকেই দেখা যায় কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কিন্তু রান্না করতে পারে না, কেউ কেউ এমনকি এক কাপ চা-ও বানাতে পারে না! বিশেষ করে আমাদের মা-ই ঘরের কাজকর্ম বেশী করে থাকেন।

ছোটবেলা থেকেই সব ছেলেমেয়ের উচিত মাকে ঘরের কাজকর্মে সাহায্য করা উচিত এবং তার কাছ থেকে রান্না এবং অন্যান্য ঘরের বিষয়গুলো শিখে নেয়া উচিত। যেমন ভাত-তরকারী রান্না করা, চা বানানো, রুটি বানানো, ডিম ভাজা, কাপড় ধোয়া, কাপড় ভাজ করা, কাপড় আইরন করা, থালা-বাসন ধোয়া, ঘর ঝাড়ু দেয়া, বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সব কিছু সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি। ছেলেদের উচিত ঘরের কাজের পাশাপাশি বাইরের কাজগুলো বড় ভাই, বাবা অথবা চাচা-মামাদের কাছ থেকে শিখে নেয়া। যেমন- বিভিন্ন বিল দেয়া, বাজার করা, দোকান থেকে টুকটাক কিছু কিনে আনা ইত্যাদি।

ছেলেদেরও উচিত ঘরে নানারকম কাজে মাকে সাহায্য করা। ছেলেদের রান্না করতে জেনে রাখা ভাল। ভবিষ্যতে ইউনিভার্সিটিতে হলে থাকতে হলে অথবা মেসে থাকতে হলে এই রান্না তখন খুব কাজে লাগে। এছাড়া যারা বিদেশে পড়াশোনা করতে যায় তাদেরতো রান্না করতে জানা থাকা খুবই জরুরী, রান্না না জানার কারণে প্রথম দিকে অনেক কষ্টে পড়তে হয়, কারণ বিদেশে কাজের বুয়া নেই। এছাড়া বিদেশে সব কাজ নিজের করতে হয়; তার উপর থাকে প্রচুর পড়ালেখার চাপ। আমরা বিদেশে এমন কয়েকটি ছেলেকে দেখেছি যে, তারা ঘরের কাজে মাকে প্রচুর সাহায্য করে, অসুখের সময় বাবার মাথায় পানি ঢেলে দেয়। বাসায় মেহমান আসলে দেখি ছেলেরা খাবার-দাবার এগিয়ে দিচ্ছে, মেহমানদের আপ্যায়ন করছে।

ঈদে নতুন জামা–জুতা কি নিতেই হবে?

ছোটরা অনেকেই ঈদে নতুন জামা-জুতা ইত্যাদি নিয়ে থাকে। এটা আমাদের দেশের কালচার। ইসলাম কি ঈদে নতুন জামা, জুতা, পাঞ্জাবী-পায়জামা, গহনা ইত্যাদি নিতে বলে? তা আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন। ইসলাম বলে ঈদের দিন সুন্দর পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিধান করতে। তাই বলে জামা-জুতা মার্কেট থেকে নতুন কিনে অবশ্যই পরতে হবে এই কথা বলেনি। আগের জামাও পড়া যেতে পারে তবে পরিষ্কারের কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশে এই ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে ঈদে জামা-কাপড়-জুতা নতুন হতেই হবে। যার কারণে অল্প আয়ের বাবা-মায়েরা বড় ধরণের সমস্যায় পড়ে যান।

আমাদের দেশে বেশীরভাগ মানুষ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত। বাবার আয়ে সংসার চালাতেই হিমসিম খেতে হয়। তারপর আবার রমাদান মাসে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে জিনিস পত্রের অতিরিক্ত দাম এবং অতিরিক্ত খরচ। অনেক বাবা-মায়েরই খুব কষ্ট হয় ছেলেমেয়েদের দামী নতুন জামা কাপড় কিনে দিতে। ছেলেমেয়েরাও আশেপাশের বন্ধু-বান্ধবদের দেখে দামী দামী জামা-জুতার বায়না করে বসে। পত্রিকায় দেখা যায় কেউ কেউ ঈদে নতুন জামা-জুতা না পাওয়ার কারণে আত্মহত্যাও করেছে। এই কালচারে বিশ্বাস করে ছিনতাইকারীদেরও কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়, কারণ ঈদে তাদেরও তো দামী দামী জামা-কাপড় কেনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বাস্তবে দেখা গেছে যে, জামা-কাপড়-জুতা নিয়ে আমাদের সমাজে এক প্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কে কী ব্র্যান্ডের জামা-জুতা কিনছে? কোন শপিং মল থেকে কিনছে? কে কত দাম দিয়ে কিনছে? ইত্যাদি। এই প্রতিযোগিতা শুধু ছেলেমেয়েদের মধ্যে নয় এই প্রতিযোগিতা বড়দের মধ্যেও প্রকট আকার ধারণ করেছে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে। যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কাউকে কাউকে অবৈধ ইনকামের আশ্রয় নিতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

এই বিষয়ে আমাদের মসজিদের ইমামদের বেশী বেশী করে প্রচার করা উচিত যে ইসলাম এই বিষয়ে কী বলেছে। তাহলে ছেলেমেয়েরাও বুঝতে পারবে এবং বাবা-মায়েরাও কিছুটা স্বস্তি পাবে। ঈদের জামা-কাপড় নিয়ে বাবা-মায়েদের উপর চাপ দেয়া যাবে না, তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে এবং মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না।

পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর সন্তানের করনীয়

আবু উসাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! পিতা-মাতার ইন্তি কালের পর তাঁদের সাথে আমার ভাল ব্যবহার করার কিছু অবশিষ্ট আছে কি? তিনি বললেন হাঁ, আছে। (চারটি কাজের মাধ্যমে তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার অব্যাহত রাখতে পার)

১) তাঁদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।
২) তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করা।
৩) তাঁদের সাথে যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা।
৪) তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। (আবু দাউদ)

পিতা-মাতার জন্য দু'আ করা

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, এই মর্যাদা বৃদ্ধি কিভাবে হলো? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্ত ানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে। (ইবন মাজাহ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কারো পিতা-মাতা উভয়ে অথবা একজন এমতাবস্থায় ইন্তিকাল করল যে, সে তাঁদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর সে তাঁদের জন্য সর্বদা দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকে এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন। (সহীহ মুসলিম)

পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল ব্যবহার

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হচ্ছে, পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে চায়,

তার উচিত, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, ভাই! আমার পিতা উমার (রা.)-এর সাথে আপনার পিতার ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তার হক আদায় করতে চাই। (সহীহ মুসলিম)

পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল আচরণ করা

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন সমগ্র দুনিয়া সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন রেহেম (আত্মীয়তা) উঠে দাঁড়িয়ে রাহমানুর রাহীমের কোমর ধরল। আল্লাহ বললেন ঃ থাম! (তুমি কি চাও) রেহেম আরয করল, এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার স্থান। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। রেহেম বলল, হ্যাঁ আমি রাযি আছি, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তোমার সাথে আমার এ অঙ্গীকার থাকল। (সহীহ আল বুখারী)

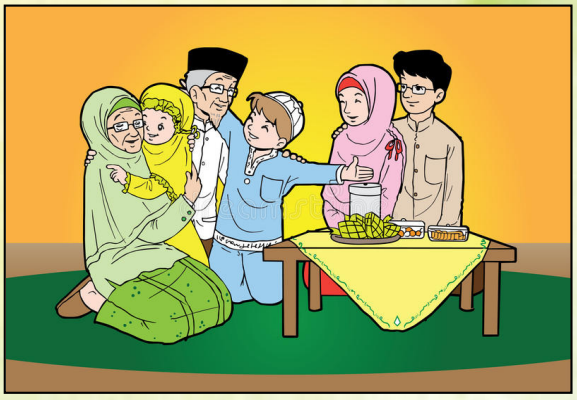

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "রেহেম" শব্দটি রহমান থেকে উদ্ভুত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করবো। (সহীহ আল বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ আল বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয় যে শুধু বিনিময় স্বরূপ তা রক্ষা করে। বরং সে ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে তা পুনঃস্থাপন করে। (সহীহ আল বুখারী)

মাতাপিতার ইন্তিকালের পর কি করা উচিত নয়

অনেকেই মাতাপিতাকে তাদের জীবিত অবস্থায় যথেষ্ট সম্মান না করলেও তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে সম্মান করার ব্যপারে খুব সচেতন থাকতে দেখা যায়। এই সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা নানারকম গুনাহর কাজ করে যা বিদ'আত যেমন ঃ

১) তারা মা-বাবার ছবি বড় করে সুন্দর করে ঘরে বাঁধিয়ে রাখে।
২) তাদের কবর পাকা করে রাখে।
৩) তাদের নামে মিলাদ পড়ায়।
৪) হুজুর ভাড়া করে এনে নানারকম খতম পড়ায়।
৫) প্রতি বছর মৃত্যু দিবসে বড় করে অনুষ্ঠান করে।
৬) বিশেষ দিবস (জুম'আর দিন, সোমবার, বৃহস্পতিবার, শবেবরাত, শবেমিরাজ, দুই ঈদের দিন ইত্যাদি) নির্দিষ্ট করে কবর যিয়ারত করে।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা জঘন্যতম পাপ (গুনাহ)

আল কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

অতঃপর বালকটির ব্যাপারে- তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। অতঃপর আমি চাইলাম যে তাদের পালনকর্তা তাদেরকে তার চাইতে পবিত্র ও ভালবাসায় শ্রেষ্ঠতম একটি সন্তান দান করুন। (সুরা আল কাহাফ ১৮ ঃ ৮০-৮১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতাকে বলে, ধিক তোমাদের প্রতি, তোমরা আমাকে খবর দিচ্ছো, আমি আবার পুনরুত্থিত হবো, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর (তার) পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, তোমার ধ্বংস (অনিবার্য)। তুমি ঈমান আনো। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (সুরা আল আহকাফ ৪৬ ঃ ১৭)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচাইতে বড় কবীরা (জঘন্যতম) গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? একথা তিনি তিন বার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কেন নয়, অবশ্যই করবেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী (অবাধ্যতা) করা। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন, (খুব ভালো করে শোন!) মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি বারবার একথা বলতে থাকলেন। অবশেষে আমরা (মনে মনে বললাম) হায়! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন! (সহীহ বুখারী)

নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে, ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা ২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ৩. মানুষ হত্যা করা ও ৪. মিথ্যা শপথ করা। (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়া অন্যতম কবীরা গুনাহ। সাহাবীগণ বললেন, কোন লোক কি নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ দেয়। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে সে অপর কোন ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে সেও তার (গালি দাতার) মাকে গালি দেয়। (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জঘন্যতম কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজের পিতা-মাতাকে লা'নত করা। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি কিভাবে তার পিতা-মাতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অন্যের মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে সেও তার মাকে গালি দেয়। (সহীহ মুসলিম)

নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে) পশু যবাই করে, যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করেন। (সহীহ বুখারী)

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) সন্তানরা ঘরের কাজকর্মে কিভাবে বাবা-মাকে সাহায্য করবে সে সম্পর্কে তোমার মতামত লিখ?

খ) ঈদে নতুন জামা-জুতা কিনতেই হবে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখ ।

গ) পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর আমি তাদের সাথে কীভাবে সুন্দর আচরণ রাখতে পারি? এ সম্পর্কে রসূল ﷺ - এর কয়টি পন্থা অবলম্বন করতে পারি তা কি কি লিখ?

ঘ) আমরা পিতা-মাতার জন্য কিভাবে দু'আ করতে পারি?

ঙ) পিতা-মাতার মৃত্যুর পর কিভাবে আমরা পিতা-মাতার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করতে পারি?

চ) মৃত্যুর পর পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাথে আমরা কীরূপ আচরণ বজায় রাখতে পারি তা লিখ?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) পিতা-মাতার মৃত্যুর পর রসূল ﷺ কয়টি পন্থা অবলম্বন করে তাদের সাথে আমরা সুন্দর আচরণ বজায় রাখতে পারি-

i) ১ টি ii) ২ টি iii) ৩ টি iv) ৪ টি

খ) বাবা মার জন্য প্রত্যেক সলাতের পর কোন দু'আটি পড়া উত্তম-

i) বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়াআহইয়া ii) রব্বির হামহুমা কামা রব্বইয়ানী সগীরা

iii) রব্বি যিদনী ইলমা iv) কোনটাই না ।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) সলাতের পর এবং অন্য সময় আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে _____ করা উচিত যে হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতাকে _____ করুণ ।

খ) সামাজিক জীবনে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের মতো তাঁদেরকেও _____ করতে হবে ।

গ) পিতা-মাতার মৃত্যুর পর আচরণের চতুর্থ পন্থা হলো, পিতা-মাতার আত্মীয় স্বজনের সাথে সুন্দর _____ করা ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে নিজের রহমাতের ছায়া দান কর এবং জান্নাতে তাদের আশ্রয় দাও ।

খ) পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জায়েয বা বৈধ ওসিয়ত পূরণ করতে হবে না ।

গ) রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের পিতা ও মাতার সাথে কখনও বেয়াদবসুলভ আচরণ করবে না ।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হলো, মাতার বান্ধবী এবং	ক) উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ ।
খ) রসূল ﷺ বলেছেন, পিতার বন্ধুদের সাথে	খ) পিতার বন্ধুদের সাথে সুন্দর আচরণ করা ।
গ) পিতা-মাতার সাথে বেয়াদবী করা	গ) আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার শামিল ।
ঘ) মা-বাবার মনে কষ্ট দিয়ে কোন সন্তানই	ঘ) ছেলেমেয়েদের দামী নতুন জামা কাপড় কিনে দিতে ।
ঙ) প্রতিটি সন্তানের উচিত বাবার প্রতি	ঙ) মাকে সাহায্য করা ।
চ) অনেক বাবা-মায়েরই খুব কষ্ট হয়	চ) জীবনে বড় হতে পারবে না ।
ছ) ছেলেদেরও উচিত ঘরে নানারকম কাজে	ছ) সহানুভুতি দেখানো, তার কষ্টের মূল্য দেয়া ।

পিতা-মাতার দু'আ কবুল হয়

মায়ের দু'আ খুবই শক্তিশালী। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য আমাদের খুবই ব্যক্তিগত কিছু তথ্য তুলে ধরছি। ছাত্র-ছাত্রীদের উপদেশস্বরূপ বলছি, মা এবং বাবার সন্তুষ্টিই হচ্ছে উন্নতির মূল চাবি। আল্লাহ এবং রসূলের পরই মা-বাবার স্থান। মা-বাবা সন্তানের উপর সন্তুষ্ট থাকলে সে এই দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেই সফলতা অর্জন করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

পিতা-মাতার দু'আ যে কবুল হয় তা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। সাহাবী আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এক ঃ মাজলুমের দু'আ, দুই ঃ মুসাফিরের দু'আ, তিন ঃ সন্তানের বেলায় মাতাপিতার দু'আ। (তিরমিযী)

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে বড়দের সম্মান করা। আর বড়দের মধ্যে যারা বৃদ্ধ তাদের প্রতি রয়েছে সম্মানের পাশাপাশি আরো অনেক দায়িত্ববোধ। কারণ একজন মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন তিনি ঠিক শিশুদের মতো হয়ে যান। একটি শিশুকে মা যেভাবে দেখে শুনে লালন-পালন করেন ঠিক তেমনি একজন বৃদ্ধকে লালন-পালন করার শিক্ষা দেয় ইসলাম। বাংলাদেশের মানুষতো বেশীরভাগ মুসলিম, তারা কি বৃদ্ধদের সাথে সেই আচরণ করে যা ইসলাম করতে বলে? অথচ ইসলাম যা বলে তা উন্নত অমুসলিম দেশগুলো করে থাকে। বয়স্কদের সম্মান করে বলা হয় সিনিয়র সিটিজেন। আমাদের এক দ্বীনি ভাই সিংগাপুরের সিনিয়র সিটিজেনদের ডাক্তার। তিনি জানেন কীভাবে এই সিনিয়র সিটিজেনদের যত্ন করা হয়, কত গুরুত্ব দেয়া হয়। এই বৃদ্ধদের জন্য যে কী পরিমাণ সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে যা কল্পনাও করা যাবে না। প্রতিটি পদে পদে তাদেরকে নানা ভাবে সম্মান করা হয়। ক্যানাডিয়ানরা বয়স্কদের যে কী পরিমাণ সম্মান এবং যত্ন করে তার বিস্তারিত অল্প কথায় লিখে প্রকাশ করা যাবে না।

সতর্কতা ঃ আল্লাহ আমাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে, মা-বাবার দু'আ কবুল হয়। অথচ অনেকে তা জানে না বা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। মা-বাবার সন্তুষ্টির জন্য কাজ না করে দু'আর জন্য, উন্নতির জন্য যায় বিভিন্ন হুজুরের নিকট, পীরের নিকট, বিভিন্ন মাযারের নিকট যা সুস্পষ্ট শিরক। মা-বাবা যা দিতে পারবে তা কোন পীর বা হুজুর দিতে পারবে না। মায়ের দু'আর গ্যারান্টি আছে কিন্তু কোন ওলীর দু'আর কোন গ্যারান্টি নেই। মা বাবা যদি মুর্খও হন, তা সত্বেও তিনি ঐ পীরের চেয়ে ক্ষমতাবান। তাই এই বিষয়ে আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে।

পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *আপনার প্রতিপালক ফায়সালা করে দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর আর কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ২৩)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ
আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৩)

তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার করো। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)

তিনি অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

তোমার মা-বাবা যদি আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। (সূরা লুকমান ঃ ১৫)

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা

- পিতা-মাতা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সন্তানের জন্ম ও তাদের লালন-পালনে আল্লাহর পরেই পিতা-মাতার অবদান সবচাইতে বেশী। পিতা-মাতার অবদান ও ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানালে আল্লাহর ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাদের অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতারই শামিল।
- পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং ইসলামী জীবন যাত্রা সুন্দর হয়।
- পিতা-মাতার আনুগত্য করা উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ আনুগত্য।
- পিতা-মাতার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাঠি। পিতা-

মাতার সাথে ভাল ব্যবহার জান্নাতের পথে ধাবিত করে। যাকে আল্লাহ পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করার সৌভাগ্য দান করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাকে তিনি জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

- পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করলে, তাঁদের সেবা-যত্ন করলে হায়াত বৃদ্ধি পাবে।
- পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করলে পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের কাছে সে প্রশংসিত হবে।
- যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে, তার সন্তানরাও তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাকে মর্যাদা প্রদান করবে। পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করলে আল্লাহ তার সন্তানদেরকেও সেই শিক্ষাই দেবেন।
- পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করলে এবং তাদের সেবা-যত্ন করলে বিপদ মুসিবত দুর হয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়।
- যে ব্যক্তি পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করবে, তার নূর বিলুপ্ত করা হবে না।
- পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।
- আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা, হাজ্জ ও উমরাহ পালন করা ইসলামের গুরুত্বপুর্ণ ইবাদত। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে, তাঁদের অধিকার আদায় করে এবং তাদের সেবা যত্ন করে, আল্লাহ তাকে কবুল হাজ্জ ও উমরাহর সমান সাওয়াব দান করেন।
- পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করা যুদ্ধের সমতুল্য ইবাদত। ক্ষেত্র বিশেষে তার চাইতেও বড়। পিতা-মাতার খিদমতে নিয়েজিত থাকলে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী মুজাহিদগণের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে এবং যুদ্ধের ময়দানে অংশ গ্রহণকারীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী হওয়া যাবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) পিতা-মাতার দু'আ কবুল হয় এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে লিখ।
খ) পিতা-মাতার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?
গ) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতাগুলো লিখ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে _____ লাভ করা যায়।
খ) পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করলে, তাঁদের সেবা-যত্ন করলে _____ বৃদ্ধি পাবে।
গ) পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার _____ পথে ধাবিত করে।

৩। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি।
খ) পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করা যুদ্ধের সমতুল্য ইবাদত।
গ) পিতা-মাতার অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতারই শামিল ।

৪। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করলে	ক) ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং ইসলামী জীবন যাত্রা সুন্দর হয়।
খ) পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করলে এবং তাদের সেবা-যত্ন করলে	খ) আল্লাহ তার সন্তানদেরকেও সেই শিক্ষাই দেবেন।
গ) পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করলে	গ) বিপদ মুসিবত দুর হয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়।